দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 28 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিভোগান্তি

সানাউল হক সানী ●

উচ্চশিক্ষার্থে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বেশ ঝক্কির ব্যাপার। চাইলেই পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ জন্য নানামুখী দুর্ভোগ-বিড়ম্বনা, ভোগান্তি ও মানসিক চাপের শিকার হতে হয় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের। কারণ প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা অনেক কম। তাই ভর্তি পরীক্ষা তথা ভর্তি প্রক্রিয়া একসময় রূপ নেয় ভর্তিযুদ্ধে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এসব বিদ্যায়তনে ছোটাছুটি করতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠে ভর্তিচ্ছুদের।

■ আসন কম ■ শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ছুটতে হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ■ রাতযাপনের স্থান সংকট ■ প্রায়ই বাড়ানো হয় ভর্তি ফরমের দাম

চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড থেকে মোট ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। হিসাব অনুযায়ী গত বছরের চেয়ে এ বছর ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৮৭ জন বেশি পাস করেছেন। এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ হবেন গতবার যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি, অথবা হননি। সব মিলিয়ে এবার প্রায় ১৭ লাখের মতো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে নামছেন। এদিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ বন্ধ।

দেখা গেছে, কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার ঊর্ধ্বমুখী। এ কারণে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্যমতে, দেশে মোট ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও তিনটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন। ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা। অপচয় হয় সময় ও শ্রম। ভ্রমণের ক্লান্তি ও মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যোগ হয়

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিভোগান্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নানা হয়রানি।

বিভিন্ন বছরের ভর্তিচিত্র পর্যালোচনায় উঠে এসেছে শিক্ষার্থীদের সীমাহীন ভোগান্তির বিষয়। কয়েক বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর রাজশাহীর রেলস্টেশনের পাশে রাত কাটিয়ে পরদিন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের খবরে আলোড়ন সৃষ্টি হয় দেশজুড়ে। এ বছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে গাড়িতে রাতযাপন করেন প্রায় ২৫ ভর্তিচ্ছু। প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ, বারান্দা ও হলের সামনে শিক্ষার্থীদের রাতযাপনের এমন খবর অহরহ দেখা যায়। এ ছাড়া ছয়-সাত ঘণ্টা ভ্রমণ করে, নির্ঘুম রাত কাটিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করায় অনেক শিক্ষার্থীই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পরীক্ষা অনিবার্যভাবেই খারাপ হয়।

এসব দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা লাঘবে অভিভাবকদের দাবি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি। তাদের মতে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মতো একসঙ্গে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীরা এ দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

এদিকে ভর্তির আবেদন অনলাইনে করা হলেও এ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিপুল ফি ধার্য করে শিক্ষার্থীদের ওপর। প্রায়ই বাড়িয়ে দেওয়া হয় ভর্তি ফরমের দাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। এসব নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখা দেয় অসন্তোষ ও ক্ষোভ।

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি, ছয়টি, আটটি, এমনকি এর চেয়েও বেশি অনুষদ রয়েছে। একজন শিক্ষার্থী একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ইউনিট বা বিভাগে আবেদন করতে পারেন। ফলে পছন্দের শীর্ষে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পছন্দের শেষ দিকে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিটে ভর্তি হতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই একাধিক আবেদন করেন। প্রতিটি আবেদনের সঙ্গে ৩০০, ৪০০, এমনকি ৮০০ বা এক হাজার টাকা করে ফি জমা দিতে হয়। অর্থাৎ শুধু ফরম জমা দেওয়া বাবদই একজন শিক্ষার্থীকে বিপুল টাকা দিতে হয়। অন্যদিকে এ অর্থ জোগাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় অভিভাবকদের।

সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের প্রথম পছন্দ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ পড়ালেখার খরচ কম। কিন্তু এই 'কম খরচের বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভর্তি হওয়ার জন্য তাদের অভিভাবকদের ব্যয় করতে হয় বিপুল অর্থ। এইচএসসি পরীক্ষার পর কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া, গ্রামের হলে ঢাকায় থেকে তিন-চার মাস থাকা-খাওয়া এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ও পরীক্ষা বাবদ একেকজনের ৭০ হাজার থেকে এক লাখ টাকারও বেশি খরচ হয়ে যায়। অন্যদিকে ভর্তির মৌসুমে বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে কয়েক কোটি টাকারও বেশি আয় হয় ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে ফি বাবদ।

কোচিং সেন্টারগুলোও বিভিন্ন অজুহাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন না। এ ছাড়া অতীতে কয়েকবার কোচিং সেন্টার থেকে কেনা ভর্তি ফরম জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ওইসব ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। এ বছরও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় কোচিং সেন্টারের ভুলে ঠিকমতো আবেদন না হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারেননি প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৬০টি ভুল আবেদন করা হয় সিলেটের একটি কোচিং সেন্টারের শাখা অফিস থেকে। এ ছাড়া নেত্রকোনার একটি কোচিং সেন্টার ৮৮ শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে ভুল করে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে বারবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নানও ফোন রিসিভ করেননি। পরবর্তীকালে তাদের দুজনের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হয়। কিন্তু কোনো উত্তর মেলেনি। ফোন রিসিভ করেননি অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) হেলালউদ্দিনও।

দায়িত্বশীল কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় কথা হয় ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, আমি ইউজিসির চেয়ারম্যান থাকাকালে অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম একই সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নিতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজি হয়নি। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা পরীক্ষার ধরন ও প্রশ্নের প্যাটার্ন থাকে। তবে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ লাঘবে সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় সুফল আসতে পারে।